দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... ২

ঢাবির ভর্তি ও পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ফি দ্বিগুণ
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের হুমকি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং কোর্স পরীক্ষাসহ নানাবিধ ফি এক লাফে দ্বিগুণ হারে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ইতিমধ্যে বর্ধিত ফি কমানোর দাবিতে ছাত্রফ্রন্ট গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে। সামনে বড় ধরনের আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছে তারা। বর্ধিত ফি কমানোর দাবিতে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে। এছাড়াও ২০০৮-০৯ সেশন থেকে এ বর্ধিত ফি কার্যকর হওয়ায় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ সেশনের কোর্স পরীক্ষার ফি বেড়ে হয়েছে আড়াইগুণ

প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা গেছে, বর্ধিত ফিসহ এবার প্রথম বর্ষে ভর্তিতে বাণিজ্য অনুষদে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ১২ হাজার টাকা। বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তিতে বিভাগ ভেদে সাড়ে ১০ থেকে ১১ হাজার টাকা এবং কলা অনুষদে ৭ হাজার ৫০০ থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ সেশনে কোর্স পরীক্ষার ফি বেড়ে হয়েছে আড়াই গুন। ২০০৭-০৮ সেশনে কোর্স পরীক্ষার ফি ছিল ৭০০ টাকা। ২০০৮-০৯ সেশনে তা বেড়ে হয়েছে ১৭০০ টাকা। পরিবহন ফি ৪৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০০ এবং পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়ন ৪০০ টাকা থেকে হয়েছে ৬০০ টাকা। এভাবে পরিবহন খাতেই ভিন্ন নাম দিয়ে নেয়া হচ্ছে ১২০০ টাকা। পরীক্ষার কেন্দ্র ফি ১৫০ টাকা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৫০ টাকা। ছাত্রদের জন্য টাকার বিনিময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ভর্তির সময় ইন্টারনেট ফি নেয়া হয় ২৫০ টাকা। আবার আবাসিক পরিদর্শন ফি নাম দিয়ে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে ১০ টাকা। খেলাধুলা ফিও নেয়া হয় দু'টি খাতে। বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ফি ৫০ ও হল খেলাধুলা ফি ৫০ টাকা নেয়া হয়। ছাত্র সংসদ চালু না থাকলেও আবাসিক হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি খাতে ইউনিয়ন ফি নেয়া হচ্ছে ১২০ টাকা করে। পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স, পদার্থ বিজ্ঞান এবং ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে কম্পিউটার ফি নেয়া হচ্ছে ৩০০ টাকা। আবার সবক'টি বিভাগেই বিভাগীয় উন্নয়ন ফি ও বিভিন্ন চাঁদা বাবদ ৮০০ থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। ভর্তির সময় পৃথকভাবে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের একাউন্টে এ টাকা জমা নেয়া হয়। আবাসিক হলগুলোতেও ভিন্ন একাউন্টে হল উন্নয়ন ও বিভিন্ন চাঁদাবাবদ তিনশ' থেকে এক হাজার টাকা জমা নেয়া হচ্ছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিভুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটের ফি দুই থেকে পাঁচগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে। নতুন সেশনে প্রথমবর্ষে ভর্তি কিংবা সম্প্রতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বর্ধিত ফি সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইতোমধ্যে প্রতিবাদ শুরু করেছে। গত সোমবার আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের জুনিয়র কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছে এবং আগামী শনিবার ভিসি বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করবে। স্মারকলিপিতে তিন দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

এ বিষয়ে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুন বলেন, স্বল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফি দ্বিগুণ হারে বাড়ানো হয়েছে। অবিলম্বে এই বর্ধিত ফি কমাতে হবে নইলে সর্বাত্মক আন্দোলন করা হবে। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র দেব বলেন, বর্ধিত ফি'র জন্য ছাত্র ইউনিয়ন এর আগে আন্দোলন করেছিল। তখন সামনে আর ফি বাড়ানো হবে না বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে আবার ফি বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে আবার আন্দোলন করা হবে। তবে বর্ধিত ফি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সাংবাদিকদের বলেন, আগে এসব ফি বৃদ্ধি করা হয়। তবে বর্ধিত ফি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সমস্যা মনে হলে অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।